

দৈনিক পুর্বাঞ্চল

অভিভাবক : মরহম আইনুল হক, অভিভাবক সম্পাদক : মরহম আলহাফ্র পিরাকত আলী
The Daily Purbanchal



রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: প্রাসারিক তথ্য

- ☞ বাংলাদেশের ক্ষমবর্ধন বিদ্যুৎ জাইদা পৃষ্ঠা, বিদ্যুৎ ধাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদ্য ক্ষাণি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সীমিত আকৃতিক গ্রাসের বিকল হিসেবে সরকার বিদ্যুৎধাতের মহাপরিকল্পনায় কলা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর কর্তৃত্বান্ত করেছে।
- ☞ ১০২০ মের ৪৪ ক্ষেত্রাভিত্তিক দৈনি সূপরি ধারণাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশের বাসেরহাট জেলার রামপালে অবস্থিত। সূপরবনের মাঝ সীমা থেকে অন্তুন ১৪ কি.মি. দূরে এবং ইউনিকো হেরিটেজ সাইট থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ৬৯ কি.মি. দূরে বাংলাদেশে বিদ্যুমান পরিবেশ আইন অনুসরণ করেই নির্মিত হচ্ছে।
- ☞ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে পরিবেশ দূষণ নিরাপত্তে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং করা হচ্ছে।
- ☞ এটি নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশে বিদ্যুৎ জাইদা অনুসরণ করে ইআইএ স্টাটি করা হচ্ছে এবং পরিবেশ অধিদলের তা অনুমোদন করেছে।
- ☞ এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাপিত হলে সূপরবনের স্থান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।
- ☞ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে অত্যাধুনিক সূপরি টেকনিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।
- ☞ এখানে আবৃত্ত অবস্থার কলা আবা হবে কলে পানি বা বাতু দৃষ্টিত হবে না।
- ☞ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে নো (NOx) এবং সো (SOx) নিরাপত্তে বিশ ব্যাকে এবং বিশ প্রাপ্ত সংস্থার মানদণ্ড অনুসরণ করা হবে। ফু-গ্যাস ডিসালফোরাইজেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।
- ☞ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যবহৃত চিমনির উচ্চতা ২৭৫ মিটার (৯০২ ফুট) হওয়ার বাতুর উপর বিরূপ অভ্যর্থনা পড়বে না।
- ☞ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অয়োজনে অতি অক্ষ পরিমাণ পানি ব্যবহার করা হবে বিধায় এটি গতের নদীর জন্য অসম্ভব হবে না।
- ☞ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে অপরিশেষিত গরম পানি কোনোভাবেই পতত নদীতে ফেলা হবে না। পানির ব্যবহার করানো এবং জলপ্রয়োগ করানোর জন্য অত্যাধুনিক কুলিং টাওয়ারের মাধ্যমে ওয়াটার রিসাইকেল সিস্টেম ব্যবহার করা হবে।
- ☞ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের কলে সূপরবনের উপর জ্বানীর অধিবাসীদের নির্ভরশীলতা করবে এ বিকল কর্মসংজ্ঞান সৃষ্টি হবে, যা সূপরবনের সুরক্ষার ভূমিকা গ্রাহণ করবে।
- ☞ উৎপাদিত বিদ্যুৎের অংশ ইউনিট তিন পদ্মসূর হিসেবে সেভি ধার্য করে উত্ত অর্থ দিয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প করে অক্ষ এলাকার যান্ত্রিক কল্পাসন ব্যবহার করা হবে।